গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার মে, ২০২৩ এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	১৪ মে ২০২৩
সভার সময়	অপরাহ্ন- ২.৪৫ টা
স্থান	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করা হয়। সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)-কে অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) আলোচ্যসূচি মোতাবেক বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন এবং নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

১) এপ্রিল, ২০২৩ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন :

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
সভায় এপ্রিল, ২০২৩ এর সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনানো হয়। কোনরূপ সংশোধনী নেই।	সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	

২। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৯টি নির্দেশনা রয়েছে। এর মধ্যে ৬টি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত, ২টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। অপর একটি বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে।

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত

<table>
<tr>
<td>নির্দেশনা-১</td>
<td>(ক) আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে</td>
<td>১) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত আছে। বিবেচ্যমাসে ১৩৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ সময়ে অভিযান সংক্রান্ত কার্যক্রম নিম্নরূপে উপস্থাপন করা হয় :
<table>
<tr><th>মাসের নাম</th><th colspan="2">অভিযান সংখ্যা</th><th rowspan="2">আসামির সংখ্যা</th></tr>
<tr><th></th><th>ডিএনসি একক</th><th>অন্যান্য সংস্থা</th></tr>
<tr><td>এপ্রিল</td><td>৮২৫২</td><td>০</td><td>২২৪৮</td></tr>
<tr><td>মার্চ</td><td>৮৭৮৮</td><td>০</td><td>২৪৭৯</td></tr>
<tr><td>ফেব্রুয়ারি</td><td>৮৬৭১</td><td>০</td><td>২৫৩৪</td></tr>
</table>
</td>
<td rowspan="4">(১)মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী আন্তঃসংস্থা অর্থাৎ সকল সংস্থার সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং অভিযান পরিচালনার বিস্তারিত তথ্যাদি প্রত্যেক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে।

(২)এছাড়া, মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করতে হবে।

(৩)আগামী ০৭ জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন সম্পন্ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(খ)মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।</td>
<td>২) মহাপরিচালক সভাকে আরও জানান যে এপ্রিল, ২০২৩ এ ৩টি সভা/সেমিনার; ৩৪টি শ্রেণি বক্তৃতা/আলোচনা সভা; ৫টি কারাগারে আলোচনা সভা; ১০টি স্থানে ফিলার প্রচার; ৩৬টি বিজ্ঞাপন এবং ৪টি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় মাদকবিরোধী টিভি স্ক্রল প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। সর্বস্তরের জনসাধারণকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ৭০৭টি পোস্টার, ১৫,৪২৭টি লিফলেট, ১১০০টি স্টিকার, ৩০৫টি ফেস্টুন, ৬৮৯টি হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও ২৯০টি মাস্ক, মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত ২৫০টি কলম বিতরণ করা হয়েছে।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(গ)মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে “Modernization of DNC” প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

(তারিখ : ২১.০১.২০১৯, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ)</td>
<td>৩) সভাকে অবহিত করা হয় যে বুয়েট থেকে মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট পাওয়া গেছে। ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে। খুব দ্রুত ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হবে মর্মে মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

নির্দেশনা-২	**মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করা ও পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে।** **(২০.০১.২০১৯, সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	১) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে "কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ" প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পটি আগামী ৩০ জুন ২০২৫ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। ২) ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণের কাজ দ্রুততার সাথে চলছে। বিভাগীয় পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ শেষ হলে পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়ে নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ৩) এপ্রিল, ২০২৩ এ বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরামর কেন্দ্র পরিদর্শন : **বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সংখ্যা**: ৩৫৬ **বিবেচ্যমাসে পরিদর্শনকৃত কেন্দ্রের সংখ্যা**: ৯৭	(১)কাজের যথাযথ গুণগত মান নিশ্চিত করে "কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ" প্রকল্প নির্ধারিত সম্পন্ন শেষ করতে হবে। (২)৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ আগামী ০৭.০৬.২০২৩ তারিখের মধ্যে শেষ করতে হবে। (৩)প্রতিটি জেলা শহরে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলাকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শুরু করতে হবে। (৪) বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**

নির্দেশনা-৪	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।** **(তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়):**	মাস্টারপ্ল্যান ও ফিনিশড সিডিউল সংশোধন করে স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	১)দ্রুত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও ফিনিশ সিডিউল চূড়ান্তপূর্বক প্রতিস্বাক্ষর করানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**
নির্দেশনা-৫	**সোনাপাচার/মাদক/অস্ত্র/শিশু ও মানবপাচারের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। (০৭.০৫.২০১৫, স্থান : রমনা, ঢাকা)**	১)মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান, সিসাবারসমূহের তদারকি কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে। এপ্রিল/২০২৩ এ সারাদেশে সিসাবারের কার্যক্রম সম্পর্কে সরেজমিন তদন্ত করে দেখা যায়, ৩৬টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং ৭টি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে চালু রয়েছে। তন্মধ্যে ২টি প্রতিষ্ঠান নতুন হয়েছে। **বর্তমানে চালু প্রতিষ্ঠান :** হেইজ, মনতানা লাউঞ্জ, থার্টি টু ডিগ্রি, কিউডিএস, ওজং, জাজ রিলোডেড লাউঞ্চ এবং এরাবিয়ান হোম রেস্টুরেন্ট =৭টি। **নতুন প্রতিষ্ঠান :** জাজ রিলোডেড লাউঞ্চ এবং এরাবিয়ান হোম রেস্টুরেন্ট।	১)সিসাবারসমূহে মাদকের বেআইনি ব্যবহার ও বিপণনের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**

নির্দেশনা-৭	**এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদকদ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনতে হবে।** **(০৭.০৫.২০১৫, রমনা, ঢাকা)**	১) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানান যে এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সভাপতি এ সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে পাওয়া গেছে কিনা জানতে চান। জানানো হয় এ বিভাগে কোন পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	১)এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের আলাদা তালিকা প্রস্তুত করে তা নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিয়মিত সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**
নির্দেশনা-৮	**ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (০৭.০৫.২০১৫, রমনা, ঢাকা)**	ডিসি-ডিএম বৈঠকের অনুরূপ সীমান্তবর্তী এলাকায় জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়েও মাদক ও চোরাচালান বিরোধী আন্তঃসীমান্ত বৈঠক আয়োজনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।	১)ডিসি-ডিএম বৈঠকের অনুরূপ সীমান্তবর্তী এলাকায় জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী আন্তঃসীমান্ত বৈঠক আয়োজনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)।**

৩। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : সভাকে জানানো হয় যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ১৬টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আছে। ৯টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত। ৪টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আংশিক বাস্তবায়িত।

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত

নির্দেশনা-১	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।** **(তারিখ-২০.০১.২০১৯; সম্মেলনকক্ষ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর জানান যে অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত ডিপিপি ৩০.০৪.২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি প্রাপ্ত ডিপিপি পর্যালোচনার জন্য পিইসি সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত সচিব (অগ্নি অনুবিভাগ)-কে অনুরোধ জানান।	১)ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত ডিপিপি পর্যালোচনা ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান/মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-২	**গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে।** **প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে।** **প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই সেটি চালু করা যায়।** **(তারিখ-২০.০১.২০১৯), স্থান-সম্মেলনকক্ষ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	১)দেশের উত্তারাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরে জুন, ২০২৩ এর মধ্যে প্রেরণ করা হবে। জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে ডিপিপি সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। ২) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানাসদর/স্থানে ৬১টি (বর্তমানে ৫১ টি) ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি জুন, ২০২৩ এর মধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরেপ্রেরণ করা হবে। জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে ডিপিপি সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। ৩) ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৪টি (বর্তমানে ৪৬টি) ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি ২৯-১২-২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ৪) দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শুরু হয় পরবর্তীতে আরও ২৩টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন এর সাথে যুক্ত হয়। মোট ৫৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রেখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হলে সুরক্ষা সেবা বিভাগে ২৭.০৩.২০২৩ তারিখে প্রকল্পের যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ০৯.০৫.২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। জুন, ২০২৩ এর মধ্যে ডিপিপি সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	১)দেশের উত্তর অঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প-এর ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ২)দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৬১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৩)ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ৪) ১৫৬ প্রকল্প ও ২৫ প্রকল্প থেকে বাদ পড়া ২০টি এবং নতুন অন্তর্ভুক্ত ৯টিসহ সর্বমোট ৩১টি ফায়ার স্টেশন-এর জন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সমাপ্তের লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৩	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে** **(তারিখ ২০.০১.২০১৯):স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	০৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তর হতে ৩০-০৮-২০২২ তারিখে প্রকল্পের মাষ্টার প্ল্যান সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) এ প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত চূড়ান্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ** **প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৪	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে** **(তারিখ ২০.০১.২০১৯): স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের নিমিত্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগের বিবেচনাধীন প্রস্তাবটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে এ বিভাগের অগ্নি অনুবিভাগের উদ্যোগে একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হবে।	১)ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান জেলা পর্যায়ের পদসমূহ আপগ্রেড করার প্রস্তাব দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ** **প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৫	**(ক) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে;** **(খ) যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে** **(তারিখ-২০.০১.২০ স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়):**	১) জুন, ২০২৩ এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে। জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	১)ডিপিপি প্রণয়ন কাজ দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ** **প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৬	**নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।** **(তারিখ-১৩.০৩.২০১৪) স্থান: রমনা, ঢাকা:**	মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর জানান যে নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে "মর্ডানাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	১)ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এমন প্রকল্পসমুহের ডিপিপি দ্রুত প্রণয়নপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ** **প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৭	**বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ** **(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫) স্থান : রমনা, ঢাকা:**	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর জানান যে, ইতোপূর্বে ২৫৬টি ডুবুরি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগ ৩২টি পদ সৃজনের অনুমোদন দেয়। পরবর্তীতে আবারও ২২৪টি পদ সৃজনের পদ তৈরির প্রস্তাব দেয়া হলে অর্থ বিভাগ ১৯.১০.২০২০ তারিখে পুনরায় অসম্মতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনা বাংলাদেশ জুন, ২০১৫-কে ভিত্তি বিবেচনা করে প্রস্তুতকৃত ম্যাপিং ও অগ্রগণ্যতার তালিকা প্রস্তুত করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে ৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে ৩১টি জেলায় ১২৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। অতিরিক্ত সচিব (অগ্নি অনুবিভাগ) এ প্রসংগে বলেন, ৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে এ বিভাগে প্রাপ্ত ১২৪টি এবং ১৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত ১৩৪টি সর্বমোট ২৫৮টি ডুবুরি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১)প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডুবুরি পদ সৃজনের প্রস্তাব পুনরায় প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ** **প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

প্রতিশ্রুতি-২	**সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, তাড়াশ ও কামারখন্দ উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। (তারিখ-০৯.০৪.২০১১) স্থান:সিরাজগঞ্জ সদর)**	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, চৌহালিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ০৯.০৫.২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। জুন, ২০২৩ এর মধ্যে ডিপিপি সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	১) দ্রুত ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শেষ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-৭	**কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করতে হবে।** **(তারিখ-০৬.০৩.২০১০; স্থান কুড়িগ্রাম)**	ডিপিপি পুনর্গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ০৯.০৫.২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। জুন, ২০২৩ এর মধ্যে ডিপিপি সম্পন্ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	১) ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

৪। কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : কারা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভাকে জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ১৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট ৯টি প্রতিশ্রতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান।

ক্রম	নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
নির্দেশনা-১	**কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।** **(তারিখ-২০.০১.২০১৯ স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	কারা মহাপরিদর্শক সভায় উল্লেখ করেন যে কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং আরও বেশ কিছু প্রকল্পের ডিপিপি প্রনয়ণের কাজ চলমান রয়েছে। তিনি এ প্রসংগে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের বিস্তারিত উল্লেখ করেন। কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী'র প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭৫%। প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে শেষ হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শতভাগ কাজ সম্পন্ন হবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। জামালপুর, কুমিল্লা ও নরসিংদী কারাগারের নির্মাণকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জামালপুর কারাগারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭.৫০%, কুমিল্লা ২৬.৫০% এবং নরসিংদী ৫০%। বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির লক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর হতে ০৫.০১.২০২২ তারিখে ১৪(চৌদ্দ) জন বন্দির মুক্তির প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১)কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী-এর অবশিষ্ট কাজ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ২)জামালপুর, কুমিল্লা, নরসিংদী জেলা কারাগার পুনর্নির্মাণ প্রকল্প-এর বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। প্রকল্পসমূহের অবশিষ্ট কাজ

		৪)ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৪৫%। মেয়াদকাল ৩০ জুন ২০২৫ (প্রস্তাবিত)।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
		৫) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের এ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৮৭%। প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৩	৩)কারা অধিদপ্তর থেকে অচল, অক্ষম, দীর্ঘদিন যাবৎ জটিল এবং গুরুতর দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত বন্দিদের মুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-২	**কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।** **(তারিখ: ২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	১)কারাগারসমূহে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের লক্ষ্যে 'অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ি ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্পে ৬৮টি অ্যাম্বুলেন্স এর সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হলে অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া শেষ করে ৬৮টি অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।	১)কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স-এর সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়/সংগ্রহ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৩	**কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।** **(তারিখ: ২০.০১.২০১৯-স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**	১)কারা মহাপরিদর্শক সভায় জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের চাহিদামালা চূড়ান্তকরণের জন্য ০৯.০৪.২০২৩ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	১)কারা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৪	**কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং পদ সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।** **(তারিখ : ২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**	১)সভাকে জানানো হয়, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ০৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সচল করতে সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন চিকিৎসাসেবা সংশ্লিষ্ট পদসমূহ নিয়ে একটি 'একক মেডিকেল ইউনিট' গঠনের সিদ্ধান্ত হয় এবং এ সকল পদে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ ও ২ (দুই) বিভাগের অধীন হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহে পরস্পর বদলিযোগ্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । এ লক্ষ্যে খসড়া নিয়োগবিধি এবং জননিরাপত্তা বিভাগের অধীনে একটি মেডিকেল উইং এর কাঠামোসহ ২৫টি পদ সৃজনের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। "এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক Allocation of Business among the Different Ministries and Divisions-এ জননিরাপত্তা বিভাগের কার্যতালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধন হলে পদ সৃজনের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। অত:পর গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২ (দুই) বিভাগের কার্যতালিকা (Allocation of Business) সংশোধনের নিমিত্ত মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উভয় মন্ত্রণালয়ের Allocation of Business -এ পরিবর্তন আনার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেডিকেল ইউনিটের সার্বিক পরিচালনা অর্থাৎ নিয়োগ, পদায়ন ও প্রমোশনের বিষয়গুলো মেডিকেল উইং থেকে ব্যবস্থা গৃহীত হবে। তবে উইং কর্তৃক উভয় বিভাগে পদায়নকৃত কর্মকর্তাদের বদলি স্ব স্ব বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। এ লক্ষ্যে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগের কার্যতালিকায় নতুন এন্ট্রি সংযোজন করা হয়।	১)কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৫	**বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।** **(তারিখ: ০৭.০৫.২০১৫ স্থান : রমনা ঢাকা)**	১)কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান ২৩৪৯টি মামলায় বর্তমানে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দির সংখ্যা ২,২৭৮ জন (৩০ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত)। ২)মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনে ২২১ জন বন্দির অনিস্পন্ন মামলার মধ্যে কোন মামলা কত বছরের পুরানো তার পরিসংখ্যান প্রতিমাসে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। চলমান মামলাসমূহের মধ্যে চলতি বছরের জুন, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে হাইকোর্ট বিভাগে ২৯টি এবং আপিল বিভাগে ১০টি মামলার নিস্পত্তি করা হয়েছে।	১) উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে এ বিভাগ হতে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২)উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহের মধ্যে চলতি বছরে কতটি আপিল মামলা ছিল এবং কতটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে তা তালিকা করে এ বিভাগে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

নির্দেশনা-৬	**কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন, ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ।** **(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা)।**	১) মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স এর নকশা গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ভেটিং সম্পন্ন হয়েছে। ২৯ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ২য় সভায় উক্ত নকশা অনুমোদিত হয়েছে। ২) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের অবশিষ্ট উন্নয়ন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২৯ আগস্ট ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	১)মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স-এর নকশার ভেটিং পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ২)পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৭	**কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।** **(তারিখ-০৭.০৫.২০১৫; স্থান রমনা, ঢাকা)**	কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান যে কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ সকল মৌলিক প্রশিক্ষণ কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে কর্মরত ৮৩২৮ জন কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষীর মধ্যে ৪৮৩৫ জনকে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪ খ্রিঃ এর মধ্যে অবশিষ্ট ৩৪৯৩ জন কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষীকে টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	১)কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

প্রতিশ্রুতি-৩	**সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।** **(তারিখ-১০.০৪.২০১৬; স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	যুগ্ম-সচিব (কারা অনুবিভাগ) সভাকে জানান যে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ৩০.০৩.২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	১)এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে দাপ্তরিক পত্র যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-৪	**কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে।** **(তারিখ-১০.০৪.২০১৬ স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান যে কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের চাহিদামালা চূড়ান্তকরণের জন্য ০৪.০৪.২০২৩ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	১)২০০-২৫০ শয্যার কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

প্রতিশ্রুতি-৬	**কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে** **(তারিখ-১০.০৪.২০১৬; স্থান : কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	যুগ্ম-সচিব (কারা অনুবিভাগ) সভাকে জানান যে কারাগারকে সংশোধনাগারে রুপান্তর করার লক্ষ্যে একটি ধারণা পত্র (কনসেপ্ট পেপার) আগামী ৩০ জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করার জন্য কারা অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানিয়ে বিগত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সভাপতি নির্ধারিত সময়ে ধারণাপত্র প্রেরণের জন্য কারা মহাপরির্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	১)কারাগারকে সংশোধনাগারে রুপান্তর করার লক্ষ্যে একটি ধারণা পত্র (কনসেপ্ট পেপার) আগামী ৩০ জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-৭	**বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে** **(তারিখ-১০.০৪.২০১৬ স্থান-কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	কারা মহাপরিদর্শক বলেন, কারাগারে আটক ২৭,৩৯৮ জন বন্দিকে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ প্রশিক্ষণের আওতায় দেশের সকল কারাগারকে আনয়ন করা হবে।	১)কারাগারে আটক বন্দিদেরকে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

প্রতিশ্রুতি-৮	**কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণ করা হবে।** **(তারিখ-১০.০৪.২০১৬;স্থান : কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	১) কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান যে কারাগারের নিরপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে দুইটি পৃথক ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২০.১২.২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১)সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-৯	**কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**	কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান যে সর্বশেষ ২৩.০২.২০২৩ তারিখে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন গ্রেড ও পদমর্যাদা উন্নীতকরণের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কারা অধিদপ্তর হতে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন গ্রেড ও পদ মর্যাদা উন্নীতকরণের প্রস্তাবটি বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। যুগ্মসচিব (কারা অনুবিভাগ) সভাকে জানান যে কারা অধিদপ্তরের খসড়া নিয়োগবিধি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিধি পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপকমিটি কর্তৃক সংশোধন/পরিমার্জন অন্তে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত নিয়োগ বিধিমালায় বিদ্যমান জেলার/উপ তত্ত্বাবধায়ক এবং ডেপুটি জেলার পদের নিয়োগ পদ্ধতি সংশোধন করার জন্য কারা অধিদপ্তর হতে ১৩.০২.২০২৩ তারিখে এ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। কারা অধিদপ্তরের উক্ত প্রস্তাবনা বিবেচনার জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ০৫.০৩.২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।	১)কারা অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন গ্রেড ও পদমর্যাদা উন্নীতকরণের প্রস্তাব পর্যালোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
		২) কারা মহাপরিদর্শক সভায় বলেন কারা মহাপরিদর্শক পদের পদমর্যাদা ও বেতন গ্রেড ২ থেকে ১ এ উন্নীতকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কারা অধিদপ্তর হতে ১৮.০১.২০২৩ তারিখ প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কারা অধিদপ্তর হতে ২৩.০২.২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানান।	

৫। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সভাকে জানান যে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৭টি নির্দেশনা আছে। ৫টি বাস্তবায়িত হয়েছে, ১টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অপর ১টি বাস্তবায়নাধীন

রয়েছে।

ক্রম	নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
নির্দেশনা-১	**(ক) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে।** **(খ) ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।** **(গ) ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে।** **(তারিখ: ২০.০১.২০১৯- স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সভায় বলেন যে তাঁর অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকাই যৌক্তিক হবে। তিনি প্রয়োজনে ঢাকা বিভাগীয় অফিসটি শহরের অন্য কোন স্থানে স্থানান্তর করা যেতে পারে মর্মে মত প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন, বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণের জন্য আগারগাঁও এলাকায় ১০ কাঠা জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রধান কার্যালয়ের জন্য ১০ কাঠা জমি পর্যাপ্ত না হওয়ায় পার্শ্ববর্তী প্লটে আরও ১০ কাঠা জমি বরাদ্দ চেয়ে আবেদন করা হয়েছে, এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোন অগ্রগতি হয়নি। মহাপরিচালক জানান যে বিদেশস্থ ৮০টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ২২টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন, ই-টিপি রাজস্বখাত হতে বাস্তবায়নের জন্য DG Infotech Ltd এর সাথে ২৯.০৯.২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ই-টিপি ডিজাইন সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক ১৩.০৪.২০২৩ তারিখে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী চূড়ান্ত নমূনা কপি সরবরাহের জন্য DG Infotech Ltd কে পত্র দেওয়া হয়েছে। এছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের মধ্যে e-visa বাস্তবায়নে ১৮.১০.২০২২ তারিখের MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২১.১১.২০২২ তারিখ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এবং ৩০ জানুয়ারি উক্ত কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকেসংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের মাধ্যমে SITA ই-ভিসার উপর ০৮.০২.২০২৩ তারিখে একটি প্রেজেন্টেশন প্রদান করেছে এবং E-visa বাস্তবায়নে বাংলাদেশের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে তথ্যাদি প্রদান করা হয়েছে। কারিগরি কমিটির ১ম ও ২য় সভার কার্যবিবরণী ২৯.০৩.২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও E-visa কার্যক্রম বাস্তবায়নে ২৮.০৩.২০২৩ তারিখে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	(১)বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জায়গার সংস্থানপূর্বক প্রধান কার্যালয় নির্মাণ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে। ২)বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; (৩)ই-টিপি ও ই-ভিসা সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

নির্দেশনা-২	**বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে।** **(তারিখ-২০.০১.২০১৯;** **স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	মহাপরিচালক সভায় জানান যে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জমির প্রাক্কলিত মূল্য পরিশোধের জন্য ০৩.০৮.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সময় দিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে পত্র পাওয়া গেছে। এ অর্থবছরে অধিগ্রহণ খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ না থাকায় অর্থ পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। আগামী অর্থবছরে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাক্কলিত অর্থ পরিশোধ ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	১)জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রেখে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে সকলকে আরও আন্তরিকতা, দক্ষতা, মেধা ও মনন প্রয়োগ করে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। বিশেষ করে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি চূড়ান্ত করে তা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়।

অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০১৪.৩৪.০০২.২২.১৪১

তারিখ: ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
২৩ মে ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মোঃ আমিন আল পারভেজ
উপসচিব